দৈনিক আমাদের সময়

তারিখ ... 03 FEB 2017
পৃষ্ঠা ...৪... কলাম ...৪......

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার হালচাল

সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত

শিক্ষায় ন্যূনতম ব্যয় নিয়ে অভিযোগ নতুন নয়। স্বল্প বাজেটের মধ্যে বেশিরভাগটাই যায় প্রাথমিক শিক্ষা খাতে। কিছুটা উচ্চশিক্ষায়। মাধ্যমিক শিক্ষায় ব্যয়-বরাদ্দ টেনেটুনে এত শতাংশের আশপাশে ঘোরাফেরা করে। শিক্ষায় ৬ শতাংশ বরাদ্দের দাবি করা হয়েছে পঞ্চাশের দশক থেকে। কিন্তু কখনই তা মানা হয়নি। স্কুল ও উচ্চশিক্ষা মিলিয়ে কখনই ৩-৪ শতাংশের বেশি জোটেনি এ ক্ষেত্রটিতে

ভারতের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে নেমে এসেছে চরম নৈরাজ্য। ছাত্র সংসদ নির্বাচন এক বছর বন্ধ করে দিয়েছিল মমতা ব্যানার্জির সরকার। গত মাস থেকে শুরু হয়েছে সেই নির্বাচনপর্ব। একদিকে একের পর এক কলেজে সন্ত্রাস করে নিজেদের দখল কায়েম রাখতে চাইছে তৃণমূলের ছাত্র পরিষদ। অন্যদিকে যেখানে নির্বাচনের ন্যূনতম পরিস্থিতি বজায় রাখা গেছে, সেখানে জয়ী হচ্ছে বিরোধী দলের ছাত্র প্রতিনিধিরা। সন্ত্রাস চালাতে গিয়ে ছাত্রীদেরও রেয়াত করা হচ্ছে না। মারধর তো বটেই, কোথাও শ্লীলতাহানিও করা হয়েছে বিরোধী দলের ছাত্রী প্রতিনিধিদের। জোর করে মনোনয়ন তুলিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ছাত্র নির্বাচনে নিজেদের অধিকার কায়েম রাখতে কার্যত কলেজ ক্যাম্পাসগুলোয় নেমে পড়েছেন শাসক দলের নেতা, এমনকি বিধায়করাও। ভাবখানা এমন যেন, যে কোনো মূল্যে দখল করতে হবে কলেজ ক্যাম্পাসগুলো। সোমবারও হুগলির শ্রীরামপুর কলেজে এসএফআইয়ের ওপর চড়াও হয় তৃণমূলের সমাজবিরোধীরা। তৃণমূলের কাউন্সিলরের উপস্থিতিতেই হাত ভেঙে দেওয়া হয় দেবলীনা চক্রবর্তী নামে এক ছাত্রীর। তবে পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতির ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে, ছাত্র রাজনীতিতে বইতে শুরু করেছে উল্টো হাওয়া। রাজ্যের একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদ নির্বাচনগুলোয় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তুমুল সন্ত্রাস প্রতিহত করেই জিততে শুরু করেছে বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআই। উত্তরবঙ্গের কুচবিহার ও পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুরের চাঁইপাট– এ দুটি কলেজের পর এবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও জিতেছেন এসএফআই প্রার্থীরা। ফল প্রকাশের পর দেখা গেছে, কলা বিভাগের চারটি আসনের মধ্যে চারটিতেই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে জিতেছে এসএফআই।

উল্লেখযোগ্য হলো, যাদবপুরের ভোটে ঠাঁই হয়নি শাসক দলের ছাত্র সংগঠন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের। একই সঙ্গে নির্বাচনে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে আরএসএস নিয়ন্ত্রিত অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদও। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা বিভাগের ৬০ শতাংশের বেশি ছাত্রছাত্রীর ভোট পেয়ে চারটির মধ্যে চারটি আসনেই জয়ী হয়েছে এসএফআই। কলা বিভাগের তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট জুটেছে মাত্র ৩ শতাংশ। অন্যদিকে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্টস ফেডারেশন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উই দ্য ইনডিপেন্ডেন্ট জয়ী হয়েছে।

যাদবপুরে দখলদারি বা মনোনয়নপত্র ছিঁড়ে ফেলার মতো ঘটনা ঘটেনি। সেখানে তৃণমূলের কোনো অস্তিত্বও নেই। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো যাদবপুরেও ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে আরএসএসের আদর্শও। এবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে অন্যতম ইস্যু হয়ে উঠেছিল স্বাধিকার রক্ষা করা। পাঁচ বছর ধরে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ রাজ্যের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার লক্ষ্যে নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। শাসক দলের এই স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে রায় দিয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ও এবিভিপিকে (বিজেপির ছাত্র সংগঠন) কার্যত মুছে দিয়ে কলা বিভাগে জয়ী হয়েছে এসএফআই। তবে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে এবিভিপি সমর্থিত নির্দল প্রার্থীরা ভোট পেয়েছেন মাত্র ১৯ শতাংশ।

চার দিন কা চাঁদনির মেয়াদ শেষ হতে চলেছে। প্রবল সন্ত্রাসকে হাতিয়ার করে রাজ্যের একের পর এক কলেজে ছাত্র সংসদ দখল করার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পরিকল্পনায় এবার ধাক্কা লাগতে শুরু করেছে। চলতি ছাত্র সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতা হলো, সন্ত্রাসের মোকাবিলা করে অবাধ ভোট হলে হারতে শুরু করেছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। টিএমসিপির সন্ত্রাস ও গুণ্ডাগিরিতে বেশিরভাগ কলেজে মনোনয়নই জমা দিতে পারছেন না বিরোধী দলের প্রতিনিধিরা। এই পরিস্থিতিতেও উত্তরবঙ্গের কুচবিহার ও পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুরে দুটি কলেজে তৃণমূলকে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছে বামপন্থী ছাত্র সংগঠন।

গতবার দক্ষিণবঙ্গে একমাত্র দাসপুরের চাঁইপাট কলেজে জিতেছিল এসএফআই। এবারও ছাত্র সংসদ দখলে রেখেছে তারা। বিপুল ভোটের ব্যবধানে ১৬টির মধ্যে ১০টিতেই জয়ী হয়েছে এসএফআই। কলেজে ৬০০-এরও বেশি ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৪০০-এর বেশি ভোট পেয়েছেন এসএফআই প্রার্থীরা। এই করেজেই তৃণমূল জিততে পারলে বড় করে দেবের অনুষ্ঠান হবে বলে প্রচার করেছিল টিএমসিপি।

পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের চাঁইপাট কলেজ ছিল টিএমসিপির কাছে প্রেস্টিজ ফাইট। এসএফআইয়ের হাত থেকে সংসদ ছিনিয়ে নিতে মরিয়া ছিল তারা। সে কারণেই কলেজ ভোটে জিলা পরিষদ সদস্য থেকে শুরু করে পুলিশ প্রশাসনকেও ব্যবহার করেছিল তারা। জোর করে নির্বাচিত ছাত্র সংসদকে নবীনবরণ, খেলাধুলার আয়োজন, এমনকি পত্রিকা পর্যন্ত প্রকাশ করতে দেওয়া হয়নি এই কলেজে। মনোনয়ন জমা দেওয়ার পরও এসএফআই প্রার্থীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি, গভীর রাত পর্যন্ত আটকে রাখা সবই হয়েছে।

খড়গপুর কলেজে টিএমসিপি চড়াও হয়েছিল বিরোধীশূন্য করতে। তৃণমূলের হামলাকে উপেক্ষা করে ২৬টি আসনে মনোনয়ন জমা দিতে পেরেছিল বিরোধীরা। তার মধ্যে বিরোধীরা জিতেছে ১৪টি আসনে। এসএফআই জিতেছে সাতটি আসন। কুচবিহার শহরের ঠাকুর পঞ্চানন মহিলা কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদকে হারিয়ে জয়ী হয়েছে ফেডারেল ছাত্রী ফ্রন্ট। এবারই প্রথম ছাত্রী সংসদ গঠিত হলো মহিলা কলেজটিতে। মনোনয়নপর্ব থেকেই এ কলেজে ব্যাপক হামলা চালিয়েছিল শাসক দলের ছাত্র সংগঠনটি। জেলার প্রথম সারির তৃণমূল নেতাদের দাঁড় করিয়ে ভোট করানো হয়েছিল। চড়া দাগের সন্ত্রাসকে ভয় না পেয়ে ৩০টি আসনেই মনোনয়ন জমা দিতে পেরেছিল ছাত্রী ফ্রন্ট। পরে জবরদস্তি ১২টি আসনে বিরোধীদেরও মনোনয়ন প্রত্যাহার করায় টিএমসিপি। শেষ পর্যন্ত ১৮টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সব কটিতেই জয়ী হয়েছে ফেডারেল ছাত্রী ফ্রন্ট।

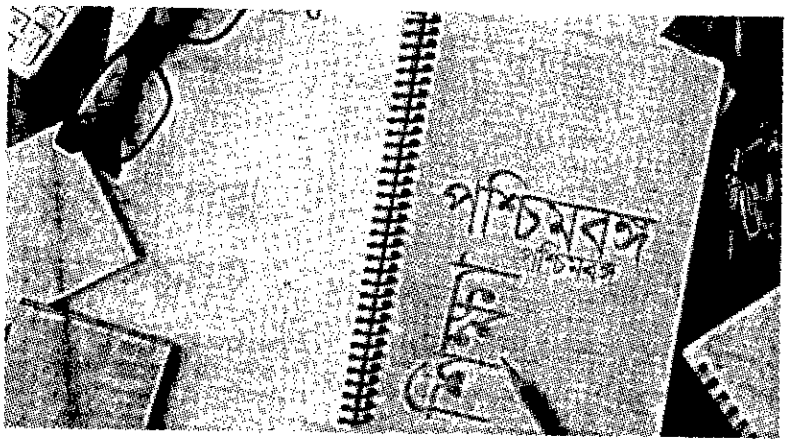

কুচবিহার জেলাজুড়ে কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচন ঘিরে তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। কুচবিহার শহর, মাথাভাঙা শহর এবং মেখলিগঞ্জ শহরে ছাত্র সংসদ নির্বাচন ঘিরে ছিল টানটান উত্তেজনা। বিএন শীল কলেজ ও কুচবিহার কলেজে তৃণমূলের মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষের সঙ্গে সরাসরি লড়াই বাধে তৃণমূল বিধায়ক মিহির গোস্বামী গোষ্ঠীর। মাথাভাঙা কলেজে লড়াই ছিল মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মণ বনাম বিধায়ক হিতেন বর্মণ গোষ্ঠীর। এমনকি মনোনয়ন তোলার দিন মাথাভাঙা কলেজ চত্বরে গুলি পর্যন্ত চলেছে। মেখলিগঞ্জ কলেজে এবিভিপিকে হারিয়ে জিতেছে টিএমসিপি।

পরিস্থিতি এতটাই অবনতি হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রীর তথা তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়কেও প্রকাশ্যে স্বীকার করতে হয়েছে তার দলের ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাসের কথা। এবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দুই বিবদমান গোষ্ঠীকে সামলাতে সরাসরি তাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। কার্যত চরমবার্তা দিয়ে একই সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ ভোটে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের হয়ে কারা কারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে তাও স্থির করে দিয়েছেন তিনি। ছাত্র সংগঠনের নেতাদের পার্থবাবু বলেন, সংগঠনের হয়ে একটি প্রার্থী তালিকাই জমা পড়বে। একাধিক তালিকা দেওয়া যাবে না। নির্বাচনের আগে শাসক দলের ছাত্র সংগঠনের দুটি গোষ্ঠীর বারবার সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ার ঘটনায় অস্বস্তিতে পড়েছিল তৃণমূল। ২৮ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যারয়ে ছাত্র সংসদের ভোট। তার আগে নিজের বাড়িতে দুই গোষ্ঠীর নেতাদের ডেকে পাঠান পার্থবাবু। দুই শিবিরের নেতাদেরই তিনি বুঝিয়ে দেন গোষ্ঠী সংঘর্ষ কোনোভাবেই বরদাশত করা হবে না।

এদিকে রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি বাবার দেশের শিক্ষার মান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু শিক্ষার ভিত তৈরি হয় সে স্তরে, সেই স্কুল শিক্ষাক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ যে কত কম, তা সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় দেখিয়েছে দুটি বেসরকারি সংস্থা।

সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ২০১২-১৩ থেকে ২০১৫-১৬-এর মধ্যে গ্রস ডোমেস্টিক প্রডাক্ট বা জিডিপির মাত্র ২ দশমিক ৭ শতাংশ খরচ হয় স্কুল শিক্ষা খাতে। প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত স্কুল শিক্ষায় খরচের ভিত্তিতে যৌথভাবে এই সমীক্ষা চালিয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা– ক্রাই ও পলিসি রিসার্চ সংস্থা সিবিজিএ।

১ ফেব্রুয়ারি বাজেট পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় সরকার। তার আগে সমীক্ষায় পাওয়া তথ্য কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের কাছে পাঠিয়েছে ওই দুটি সংস্থা। তাদের দাবি, শিক্ষায় ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িয়ে অন্তত ৬ শতাংশ করতে হবে। একই সঙ্গে শিক্ষার মান বাড়াতে কেন্দ্রকে আরও উদ্যোগ নিতে হবে। স্কুলছুট ঠেকাতে শিশুশ্রম আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কেন্দ্র যাতে কোনো পদ্ধতি তৈরি করে তার ওপরও জোর দিয়েছেন সমীক্ষকরা।

শিক্ষায় ন্যূনতম ব্যয় নিয়ে অভিযোগ নতুন নয়। স্বল্প বাজেটের মধ্যে বেশিরভাগটাই যায় প্রাথমিক শিক্ষা খাতে। কিছুটা উচ্চশিক্ষায়। মাধ্যমিক শিক্ষায় ব্যয়-বরাদ্দ টেনেটুনে এত শতাংশের আশপাশে ঘোরাফেরা করে। শিক্ষায় ৬ শতাংশ বরাদ্দের দাবি করা হয়েছে পঞ্চাশের দশক থেকে। কিন্তু কখনই তা মানা হয়নি। স্কুল ও উচ্চশিক্ষা মিলিয়ে কখনই ৩-৪ শতাংশের বেশি জোটেনি এ ক্ষেত্রটিতে। বকেয়ার পরিমাণ জমতে জমতে এমন অবস্থায় দাঁড়িয়েছে যে, পরিস্থিতি সামলাতে জিডিপির ৮-৯ শতাংশ শিক্ষাক্ষেত্রে খরচ করা প্রয়োজন বলে মনে করছেন অনেক শিক্ষাবিদ।

স্কুল শিক্ষায় যে ২ দশমিক ৭৭ শতাংশ ব্যয় হচ্ছে তাতে ১ দশমিক ৫৫ প্রাথমিক শিক্ষা এবং শূন্য দশমিক ৯ শতাংশ মাধ্যমিক শিক্ষায়। বাকিটা সামগ্রিকভাবে স্কুল শিক্ষায় ব্যয় করা হচ্ছে এবং তাকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দুভাগে স্পষ্ট বিভাজন কঠিন বলে সমীক্ষকরা জানিয়েছেন। শিক্ষকের সংখ্যা, তাদের প্রশিক্ষণ, স্কুল মনিটরিংসহ একাধিক ক্ষেত্রে বরাদ্দ পর্যাপ্ত নয় বলে মনে করছেন সমীক্ষকরা। কেন্দ্রের পাশাপাশি ঝাড়খণ্ড, বিহার, ছত্তিশগড়, কর্নাটক, তামিলনাড়ুসহ আরও ১০টি রাজ্যে সমীক্ষা চালিয়েছে সংস্থা দুটি। সেই তালিকায় পশ্চিমবঙ্গ না থাকলেও সমীক্ষা বলছে, ২০১৫-১৬তে রাজ্য বাজেটে ৪ শতাংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় হয়। রাজ্য জিডিপির নিরিখে এই ব্যয় শূন্য দশমিক ৬৬ শতাংশ। শিক্ষা গবেষক মর্মর মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, প্রশিক্ষিত শিক্ষকের যত না অভাব, তার থেকে বেশি সমস্যা তাদের প্রশিক্ষণের মান নিয়ে।

❑ সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত, কলাম লেখক